দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৩.....

৪৪ সিরোনাম

স্কুলের পাঠ্যতালিকায় উৎকোচের বিনিময়ে নিম্নমানের সহপাঠ্য বইয়ের ছড়াছড়ি

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়নে চরম দুর্নীতি হচ্ছে। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী- বেসরকারী সকল স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নির্ধারিত বইয়ের পাশাপাশি সহপাঠ্য হিসেবে পাঠ্য তালিকায় উৎকোচের বিনিময়ে যেনতেন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত অখ্যাত লেখকের অতি নিম্নমানের বই জুড়ে দেয়া হচ্ছে। একশ্রেণীর প্রকাশকদের সাথে জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুলগুলোর পরিচালনা কমিটির প্রধান, স্কুল পরিচালনা কমিটি ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে এ দুর্নীতি হচ্ছে দেশের অধিকাংশ স্কুলে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

স্কুলের পাঠ্যতালিকায় উৎকোচের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, বেসরকারী স্কুলের পরিচালনা কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা প্রকাশকদের নিকট থেকে সরাসরি টাকা ও উপহারসামগ্রী নিয়ে ভালো লেখকের সহপাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তে এনসিটিবির বইয়ের বাইরে নিম্নমানের বই দিয়ে পাঠ্য তালিকা তৈরী করছে। উৎকোচের বিনিময়ে কোমলমতি শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে সর্বত্র বই। এ সব বইয়ে যেমন শিক্ষণীয় কিছু নেই, তেমনি নিম্নমানের কাগজে মুদ্রিত এসব বইয়ের দামও বাজারের যেকোন ভালো প্রকাশনি থেকে প্রকাশিত মানসম্মত লেখকের বইয়েতর তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এমনতর অসংখ্য উদাহরনের মধ্যে রাজধানীর ডেমরা যাত্রাবাড়ী এলাকার স্কুলগুলোর পাঠ্য তালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেমরা ও যাত্রাবাড়ী এলাকার বিভিন্ন স্কুলে নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর প্রকাশক মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে তাদের বই বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্য করাতে বাধ্য করছে।

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ডের নির্ধারিত বইয়ের বাইরে সহপাঠ্যপুস্তকের তালিকা সাধারণত মান যাচাইসাপেক্ষে স্কুল কমিটি ও শিক্ষকদের দ্বারাই চূড়ান্ত হয়ে থাকে। কোন কোন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি মিটিং করেও সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ বছরে ঘটছে তার ব্যতিক্রম। ডেমরা, যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর থানা এলাকার বিভিন্ন স্কুলে বোর্ড বহির্ভূত সহপাঠ্য পুস্তকের তালিকা করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বেশির ভাগ স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির মতামত না নিয়ে বিশেষ কয়েকটি প্রকাশনীর বই ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন বই পাঠ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তা আগেবাগে জানার সুযোগও পাননি প্রধান শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকগণ। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা তালিকা পাঠিয়ে বলা হয়েছে এই বইগুলো পাঠ্য হিসাবে গণ্য। সাথে কথা বলে জানা গেছে, ঝলক প্রকাশনীর কিছু বই ব্যতীত অধিকাংশ প্রকাশনীর বই নিম্নমানের। এসব বইয়ের ছাপা, বাইন্ডিং ও কাগজের মানও নিম্নমানের। একইভাবে, ডেমরার হাজী মোয়াজ্জেম উচ্চ বিদ্যালয়, এন এ ছাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী রহমত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়, বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়, মা মেমোরিয়াল স্কুল, বামৈল মডেল একাডেমীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে হাসান বুক ডিপো, জননী প্রকাশনীর বই। শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নির্দিষ্ট বইয়ের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু বই পাঠ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেছেন। এতে করে অভিভাবকদের বাড়তি টাকা গুণতে হবে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, যে সব প্রকাশনীর বই পাঠ্য হিসাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে সব বইয়ের গুণগত মানও খুব একটা উন্নত নয়। বাজারে এর চেয়ে ভালো বই রয়েছে। কিন্তু যাচাই-বাছাই করার সুযোগ না পাওয়ায় ডেমরা, যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিম্ন মানের বই পড়তে হবে এ বছর। অভিযোগ উঠেছে, এসব এলাকার স্কুল কমিটিতে পদাধিকার বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন অখ্যাত প্রকাশনীর কাছে থেকে মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে তাদের বই বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্য হিসাবে চাপিয়ে দিয়েছে। এতে করে বইগুলোর দাম ধরা হয়েছে তুলনামূলক বেশি। বেশি দামে নিম্নমানের বই কিনতে গিয়ে অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। যার রেশ এসে পড়ছে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের ওপর।